প্রথম আলো

তারিখ ... 19 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

শিশু-কিশোরদের মন দিয়ে পড়তে বললেন প্রধানমন্ত্রী

বাসস ●

শিশু-কিশোরদের মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া শিখে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং দেশের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে শেখ রাসেলের ৫২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শেখ রাসেল শিশু কিশোর পরিষদ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আজকের শিশু এবং আগামী দিনের কর্ণধারদের আমি বলব, দেশের জন্য, জাতির জন্য সব সময় যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, মহান ত্যাগের মধ্য দিয়েই যেকোনো মহান উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়।' শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমি শুধু আমাদের ছেলেমেয়েদের একটা কথাই বলব, সবাইকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। কারণ, এ দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার তোমরাই। সুতরাং তোমাদেরকে আজকের বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। একটা মানুষও এ দেশে ক্ষুধার্ত থাকবে না; গৃহহারা থাকবে না; শিক্ষার জন্য শিশুরা সবাই স্কুলে যাবে। মানুষের মতো মানুষ হবে। তারা মেধা বিকাশের সুযোগ পাবে—এ ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।'

মুক্তিযুদ্ধকালে ধানমন্ডি ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে বন্দী থাকাবস্থায় নিঃসঙ্গ শেখ রাসেলের দুঃসহ জীবনের কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের পর কেবল সাড়ে তিন বছর সময়ই সে পিতৃস্নেহ পেলেও ঘাতকদের নির্মম বুলেটে তাকে শাহাদতবরণ করতে হয়েছে। কত ছোট্ট একটা জীবন রাসেলের। একটা উদ্দেশ্য হয়তো ঘাতকদের ছিল, বঙ্গবন্ধুর রক্তের কাউকে বাঁচিয়ে না রাখা। সবার শেষে এই অবুঝ শিশুটিকেও কষ্ট দিয়ে তারা হত্যা করল।'

১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বর্তমান (বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর) বঙ্গবন্ধু ভবনে শেখ রাসেলের জন্ম। বঙ্গবন্ধুর ছোট ছেলে রাসেল তখন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত।

শেখ রাসেল স্মরণে আয়োজিত শিশু-কিশোর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কারও বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

মিলাদে প্রধানমন্ত্রী : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে শেখ রাসেলের ৫২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল বাদ মাগরিব ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু ভবনে মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অনুষ্ঠানে শেখ রাসেল এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদতবরণকারী বঙ্গবন্ধু ও অন্যদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মিলাদে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

শেখ রাসেলের জন্মদিনে নানা কর্মসূচি : নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, শেখ রাসেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সকাল আটটায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বনানী কবরস্থানে শেখ রাসেলসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে বনানী কবরস্থান মসজিদে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও মিলাদে আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে যৌথভাবে শিশু সমাবেশের আয়োজন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও স্মৃতি জাদুঘর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করে।